তালাক ও তাহলীল

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

তালাক ও তাহলীল

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর)

বিমান বন্দর সড়ক, রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৯

ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

الطلاق والتحليل

تأليف: الأستاذ الدكتور/محمد أسد الله الغالب

الأستاذ (المتقاعد) فى العربى، جامعة راجشاهى الحكومية

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রকাশকাল সমূহ

২০০১, ২০১০, ২০১৭

৪র্থ সংস্করণ

রবীউল আউয়াল ১৪৪২ হি./কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/নভেম্বর ২০২০ খৃ.

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

মুদ্রণে

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য

৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টাকা মাত্র।

TALAQ O TAHLEEL (Divorce & Hilla Marriage) by **Dr. Muhammad Asadullah Al-Ghalib.** Professor (Rtd) of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh. Published by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Ph: 88-0247-860861. Mob: 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www.ahlehadeethbd.org

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
লেখকের ভূমিকা	০৫
ইসলামে তালাক বিধান	০৭
শানে নুযূল	০৮
আয়াতের ব্যাখ্যা	০৯
ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব	০৯
বিভিন্ন ধর্মে তালাক	১১
ইহূদীদের নিকটে তালাক	১১
খ্রিষ্টান মাযহাব সমূহে তালাক	১১
জাহেলী যুগে তালাক	১২
হিন্দু ধর্মে তালাক	১২
ইসলামে তালাকের পদ্ধতি; হুকুম	১৪
রাজ‘ঈ তালাক	১৪
বায়েন তালাক	১৭
এক মজলিসে তিন তালাক	১৮
সুন্নী ও বিদ‘আতী তালাক	১৮
‘খোলা’	২১
এক নযরে বায়েন তালাকের অবস্থা সমূহ	২৬
ইদ্দত; ইদ্দত পালনের কল্যাণকারিতা	২৭
ইদ্দতের প্রকারভেদ	২৭
অসিদ্ধ তালাক	২৮
(ক) ক্রোধান্ধ ব্যক্তির তালাক	২৮
(খ) পাগল, মাতাল বা অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির তালাক	২৮
(গ) যবরদস্তি তালাক	২৮
উপসংহার	৩১

তাহলীল ৩৩
তাহলীল-এর হুকুম ৩৭
তাহলীলের পক্ষে দূরবর্তী তাবীল সমূহ ৩৯
তাহলীল-এর কারণ ৪০
সমঝোতার বিধান ৪০
একসাথে তিন তালাক পর্যালোচনা ৪২
১ম পক্ষের দলীল সমূহ ৪২
২য় পক্ষের দলীল সমূহ ৪৪
ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর রায় পর্যালোচনা ৫০
যুক্তির দলীল ৫১
বিদ'আতী তালাকের পক্ষে যুক্তি সমূহ ৫৩
চার ইমামের প্রতি সম্বন্ধ পর্যালোচনা ৬২
৩য় পক্ষের দলীল সমূহ ৬৪
৪র্থ পক্ষের দলীল সমূহ ৬৫
সার্বিক পর্যালোচনা ৭১
একটি বিচারের নমুনা ৭৩
উপসংহার ৭৩
ফিরে চলুন কুরআন ও সুন্নাহ্র দিকে ৭৪
তালাক ও তাহলীলের বিভিন্ন মাসায়েল ৭৬
এক নযরে তিন তালাক ও হিল্লা ৮৬

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده وعلى آله وصحبه

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :

লেখকের ভূমিকা (كلمة المؤلف)

হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদ, মিলন ও বিচ্ছেদ মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য সাথী। সবকিছুকে সমন্বয় করেই মানুষ তার মৃত্যুর চূড়ান্ত ঠিকানার দিকে এগিয়ে চলে। এভাবে চলার পথে তার জীবনের চাকা যাতে পথ হারিয়ে গতিহীন হয়ে না পড়ে, সেজন্য সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে সরল পথের সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশ প্রেরিত হয়েছে। সেই পথনির্দেশ বা হেদায়াত মেনে চললে জীবনের গাড়ী সঠিক পথে চলবে। নইলে পথভ্রষ্ট হয়ে ধ্বংস হবে।

মানুষের পারিবারিক জীবন দু'জন অচেনা নারী-পুরুষের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। আল্লাহ্র অপূর্ব সৃষ্টি কৌশলের কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম ও ভালোবাসার অদৃশ্য বন্ধন দৃঢ় হয়। আর তার মাধ্যমে মানুষের বংশ বৃদ্ধি হয়। বস্তুতঃ সৃষ্টির স্বাভাবিক গতি হ'ল সেটাই। কিন্তু কখনো কখনো সেখানে ঘটে যায় ব্যত্যয়। যার পরিণতিতে আসে বিচ্ছেদ। যেটি আল্লাহ্র কাম্য নয়। কিন্তু তিনি সেটা হ'তে দেন মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও তার সুস্থ জ্ঞানের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য এবং তা থেকে অন্যদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য।

আল্লাহ্র অপসন্দনীয় বস্তু সমূহের অন্যতম হ'ল স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ বা 'তালাক' ব্যবস্থা। তিনি তালাককে সিদ্ধ করেছেন এবং তার জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী প্রদান করেছেন। সেই নিয়মের বাইরে গেলেই দেখা দেয় বিপত্তি। পারিবারিক জীবনে নেমে আসে অশান্তি। বস্তুতঃ প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া থাকে। তালাক ও তাহলীল অমনিভাবে দু'টি ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার নাম। তিন তালাক তিন মাসে ভেবে-চিন্তে না দিয়ে এক মজলিসে একসাথে তিন তালাক বায়েন দেওয়ার মন্দ প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে হারামকে হালাল করার নোংরা কৌশল হিসাবে 'তাহলীল' বা হিল্লা

প্রথা। জাহেলী যুগের আরবরা এ কাজ করত। ইসলাম এসে তা নিষিদ্ধ করে। অথচ উম্মতের কিছু বিদ্বানের ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে সেই ফেলে আসা জাহেলিয়াত পুনরায় মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। যা অদ্যাবধি টিকে আছে স্রেফ মাযহাবী গোঁড়ামীর কারণে। ফলে অসংখ্য মুসলিম নারী-পুরুষ আজ এই অন্যায় ও অত্যাচারী প্রথার অসহায় শিকার হচ্ছে।

বক্ষমান নিবন্ধে আমরা এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা পেশ করেছি। যাতে মানুষ জানতে পারে যে, প্রচলিত 'হিল্লা বিবাহ' কখনোই ইসলামী প্রথা নয়। বরং এটি জাহেলী কুপ্রথা মাত্র। যার মূলোৎপাটন করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অবশ্য করণীয়।[১]

নিঃস্বার্থ এ লেখনীকে আল্লাহ নাচীয লেখকের ও তার পরিবারবর্গের এবং তার মরহূম পিতা-মাতার জান্নাতের অসীলা হিসাবে কবুল করুন! অনিচ্ছাকৃত ভুল সমূহের জন্য সর্বদা ক্ষমাপ্রার্থী।

পরিশেষে অত্র বইটি প্রকাশে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তাদেরকে ইহকালে ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন- আমীন!

নওদাপাড়া, রাজশাহী বিনীত-

২৭শে অক্টোবর ২০২০ মঙ্গলবার। লেখক।

১. ২০০০ সালের ২রা ডিসেম্বর নওগাঁ যেলার বদলগাছী থানার 'চকআতিথা' গ্রামে হিল্লা-র একটি ঘটনা ঘটে। যা নিয়ে দেশব্যাপী তোলপাড় সৃষ্টি হয়। হাইকোর্ট 'হিল্লা'সহ সকল প্রকারের ফৎওয়া অবৈধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে রায় দেয় *(রিট আবেদন নং ৫৮৯৭/২০০০, রায় ১.১.২০০১ খৃ.)*। এ সময় আমরা আমাদের বক্তব্য তুলে ধরি এবং তা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অতঃপর 'তালাক' ও 'হিল্লা প্রথা' নামে **মাসিক আত-তাহরীক** গবেষণা পত্রিকার ৪র্থ বর্ষ ৫ম সংখ্যায় ফেব্রুয়ারী ২০০১-য়ে 'দরসে কুরআন' ও 'দরসে হাদীছ' কলামে আমাদের দু'টি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। বর্তমান বইটি মূলতঃ উক্ত নিবন্ধদ্বয়ের সমষ্টি। দুর্ভাগ্য, এরপরেও দেশে 'হিল্লা' চলছে। যা প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় আসে। সচেতন মুমিনদের উচিত এর বিরুদ্ধে সর্বত্র সোচ্চার হওয়া। *-লেখক।*

ইসলামে তালাক বিধান
(حكم الطلاق فى الإسلام)

আল্লাহ বলেন,

اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ ط وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئاً إِلَّآ أَن يَّخَافَآ أَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا ج وَمَن يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ-

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ط فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَّتَرَاجَعَآ إِنْ ظَنَّآ أَن يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ ط وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ- (البقرة ٢٢٩-٢٣٠)-

অনুবাদ : ‘তালাক হ’ল দু’বার। অতঃপর হয় তাকে ন্যায়ানুগভাবে রেখে দিবে, নয় সদাচরণের সাথে পরিত্যাগ করবে। আর তাদেরকে তোমরা যা সম্পদ দিয়েছ, তা থেকে কিছু ফেরৎ নেওয়া তোমাদের জন্য সিদ্ধ নয়। তবে যদি তারা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা ঠিক রাখতে পারবে না বলে আশংকা করে। এক্ষণে যদি তোমরা ভয় কর যে তারা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা ঠিক রাখতে পারবে না, তাহ’লে স্ত্রী কিছু বিনিময় দিলে তা গ্রহণে উভয়ের কোন দোষ নেই।[২] এটাই আল্লাহ্র সীমারেখা। অতএব তোমরা তা অতিক্রম করো না। যারা আল্লাহ্র সীমারেখা সমূহ অতিক্রম করে, তারা হ’ল সীমালংঘনকারী’ *(বাক্বারাহ ২/২২৯)*।

‘অতঃপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়) তালাক দেয়, তাহ’লে সে যতক্ষণ তাকে ব্যতীত অন্য স্বামী গ্রহণ না করে, ততক্ষণ উক্ত স্ত্রী তার জন্য সিদ্ধ হবে না।

২. অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছিন্ন করার জন্য স্ত্রী যদি স্বামীকে মোহরানা ফেরৎ দেয়, তাতে কোন দোষ নেই। একে ‘খোলা’ বা ‘ফাস্খে নিকাহ’ বলে।

অতঃপর যদি উক্ত স্বামী তাকে তালাক দেয়, তখন তাদের উভয়ের পুনরায় ফিরে আসায় কোন দোষ নেই, যদি তারা মনে করে যে, তারা আল্লাহ্র সীমারেখা বজায় রাখতে পারবে। এগুলি আল্লাহ্র সীমারেখা। যা তিনি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য বর্ণনা করে থাকেন' *(বাক্বারাহ ২/২৩০)*।

উপরোক্ত আয়াত দু'টিতে اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ 'তালাক হ'ল দু'বার' অর্থ তালাকে রাজ'ঈ দু'বার। যার পর ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফেরৎ নেওয়া যায়। এর ব্যাখ্যায় ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ বলেছে, 'এই তালাক' অর্থ যে তালাকের পর 'ইদ্দতের মধ্যে ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করা যায়, এখানে সেই 'তালাক রাজ'ঈ-র কথা বলা হইয়াছে *(ঐ, বঙ্গানুবাদ, টীকা-১৫৮)*। 'নিষ্কৃতি পাইতে চাহিলে' অর্থ 'মহর' অথবা কিছু অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে স্ত্রী স্বামীর নিকট তালাক চাহিতে পারে। শরী'আতের পরিভাষায় ইহাকে 'খুলা' বলে' *(টীকা-১৫৯)*। 'অতঃপর যদি সে তালাক দেয়' অর্থ দুই তালাকের পর তৃতীয় তালাক দিলে স্বামী স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করিতে পারে না *(টীকা-১৬০)*।[৩]

শানে নুযূল (سبب نزول الآية) :

জনৈক আনছার ব্যক্তি একদা রাগান্বিত হয়ে তার স্ত্রীকে বলে, আল্লাহ্র কসম! তোমাকে আমি কখনোই আশ্রয় দেব না এবং বিচ্ছিন্নও করব না। স্ত্রী বলল, কিভাবে? লোকটি বলল, তোমাকে তালাক দেব। তারপর ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই তোমাকে ফিরিয়ে নেব। এভাবে চলতে থাকবে। তখন উক্ত মহিলা রাসূলুল্লাহ *(ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহে ওয়া সাল্লাম)*-এর নিকটে এসে অভিযোগ করে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াত নাযিল হয়।[৪]

'আমর বিন মুহাজির স্বীয় পিতা হ'তে বর্ণনা করেন যে, আসমা বিনতে ইয়াযীদ আনছারী সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তালাক প্রাপ্তা

৩. বঙ্গানুবাদ আল-কুরআনুল করীম (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশনা-২, ৭ম মুদ্রণ ১৯৮৩ খৃ.) ৫৭ পৃ.।

৪. তিরমিযী হা/১১৯২; হাকেম হা/৩১০৬; তাফসীর ইবনু জারীর, কুরতুবী হা/১২১০; ইবনু আবী হাতেম হা/২২০৬; ইবনু কাছীর, বাক্বারাহ ২২৯ আয়াতের তাফসীর।

হন। সে সময় তালাকের কোন ইদ্দত ছিল না। তখন আল্লাহ পাক ইদ্দতকাল বর্ণনা করে (উপরোক্ত) আয়াত নাযিল করেন *(আবুদাঊদ হা/২২৮১)*। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, বাক্বারাহ ২২৯ ও ২৩০ আয়াত নাযিলের পর ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ইদ্দত বিহীন তালাকের নিয়ম বাতিল করা হয়। ঐ সময় ইদ্দতের মধ্যে শতবার তালাক দিলেও স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হ'ত না। তাতে স্ত্রীরা ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত। অতঃপর অত্র আয়াত নাযিল করে আল্লাহ তালাকের সংখ্যা তিনে সীমিত করে দেন। এমতাবস্থায় স্বামী প্রথমবার এবং দ্বিতীয়বার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার তথা রাজ'আত করার সুযোগ পায়। কিন্তু তৃতীয়বার তালাক দিলে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যেমন উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*।

আয়াতের ব্যাখ্যা (تفسير الآية) :

অত্র আয়াতদ্বয়ে ইসলামের তালাক বিধান সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। জাহেলী আরবে মহিলাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হ'ত। তাদেরকে নির্যাতনের উদ্দেশ্যে বারবার তালাক দেওয়া হ'ত। অতঃপর ফিরিয়ে নেওয়া হ'ত। ফলে মহিলাদের ইয্যতের সুরক্ষা, তাদের উপর নির্যাতন বন্ধ করা এবং নারী-পুরুষের পারিবারিক জীবনে স্থিতিশীলতা আনয়নের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে উক্ত তালাক বিধান নেমে আসে। যেখানে বলে দেওয়া হয় যে, তালাক দিবে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে-চিন্তে দু'মাসে দু'বার। এরপর তৃতীয় মাসে তৃতীয় তালাক দিলে চূড়ান্তভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। এখানে এক সাথে তিন তালাক দেওয়ার কোন সুযোগ রাখা হয়নি। এক্ষণে তালাকের আলোচনার পূর্বে আমরা ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করব।-

ইসলামে বিবাহের গুরুত্ব (أهمية النكاح فى الإسلام) :

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক নেককার নারী-পুরুষকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন *(নূর ২৪/৩২)*। অন্য আয়াতে বিবাহ বন্ধনকে আল্লাহ তাঁর অন্যতম নিদর্শন হিসাবে বর্ণনা করেছেন *(রূম ৩০/২১)*। তিনি

এই বন্ধনকে ‘কঠিন বন্ধন’ (مِيْثَاقًا غَلِيْظًا) হিসাবে বর্ণনা করেছেন *(নিসা ৪/২১)*। হাদীছে বলা হয়েছে, ‘দুনিয়া একটি সম্পদ। আর তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হ’ল নেককার স্ত্রী’।[৫] অন্য হাদীছে বিবাহকে ‘দ্বীনের অর্ধাংশ’ বলা হয়েছে।[৬]

ইসলাম নারী-পুরুষের বৈবাহিক বন্ধনকে একটি পবিত্র বন্ধন হিসাবে বিবেচনা করে। এই বন্ধনের পবিত্রতার উপরে তার ভবিষ্যৎ বংশধারার পবিত্রতা নির্ভর করে *(নিসা ৪/১)*। এর ভিত্তিতে তাদের সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ণীত হয় *(নিসা ৪/১১)*। এই গুরুত্বপূর্ণ বন্ধনেও অনেক সময় ছেদ পড়ে। ফলে অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে বিচ্ছেদ। যা তালাকের মাধ্যমে কার্যকর হয়। এক্ষণে ইসলামের তালাক বিধান আলোচনার পূর্বে আমরা অন্যান্য ধর্মের তালাক বিধান যাচাই করব।-

৫. মুসলিম হা/১৪৬৭; মিশকাত হা/৩০৮৩ ‘বিবাহ’ অধ্যায়-১৩, পরিচ্ছেদ-১।
৬. বায়হাক্বী শু‘আব হা/৫১০০; মিশকাত হা/৩০৯৬ ‘বিবাহ’ অধ্যায়; ছহীহাহ হা/৬২৫।